**নৌবাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

চট্টগ্রাম, ২৭ আশ্বিন ১৪২০, ১২ অক্টোবর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা,

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,

উর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ,

প্রিয় অফিসার, জেসিও'স ও অন্যান্য পদবীর নাবিকবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই দরবারে আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যগণ পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধ করেছেন। ৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ এবং ২ লাখ মাবোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের মাতৃভূমির প্রিয় স্বাধীনতা। আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। স্বাধীনতা যুদ্ধে নৌবাহিনী সদস্যদের মহান আত্মত্যাগ জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা একটি আধুনিক নৌবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্বেও তিনি বন্ধুপ্রতীম দেশ হতে ৪টি প্যাট্রোল ক্রাফট সংগ্রহ করেন। ১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর একইসাথে তিনটি জাহাজ এবং তিনটি ঘাঁটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশন করেন। একই দিনে তিনি নৌবাহিনীকে নেভাল এনসাইন প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু এতটাই দূরদর্শী ছিলেন যে, ১৯৮২ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক সমুদ্রসীমা বিষয়ক UNCLOS 1982 নীতিমালা প্রণয়নের অনেক পূর্বেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে ‘‘টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স এন্ড মেরিটাইম জোনস্ এ্যাক্ট-১৯৭৪'' প্রণয়ন করেছিলেন।

নৌবাহিনীকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলার জন্য আমরা কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে গত বছরের ১৪ মার্চ ITLOS এর ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে বহুপ্রতিক্ষিত সমুদ্রসীমানা নির্ধারিত হয়েছে।

এ যুগান্তকারী রায়ের ফলে বাংলাদেশ আনুমানিক ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করেছে। ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা এবং দাবীকৃত ৪৬০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বর্ধিত মহীসোপান এলাকায় সমুদ্র সম্পদ আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২০১৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের UNCLOS সেলের মাধ্যমে নৌবাহিনী ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সমন্বিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

এ সুবিশাল সমুদ্র এলাকার সম্পদের সুরক্ষা এবং সার্বিক মেরিটাইম নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে আধুনিকায়নের পদক্ষেপ নিয়েছি।

ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর আওতায় নৌ বাহিনীর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এরফলে ধাপে ধাপে নৌকমান্ড সম্প্রসারণ, পদবীসমূহের আপগ্রেডেশান, জনবল বৃদ্ধি, নৌ ঘাঁটি স্থাপন, পুরাতন জাহাজ প্রতিস্থাপন ও নতুন জাহাজ সংযোজনসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

আমরা সরকার গঠনের পর থেকে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে যে সকল উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি তার কিছু চিত্র আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছিঃ

•        যুক্তরাজ্য হতে ০২টি ক্যাসেল ক্লাস অফসোর প্যাট্রোল ভেসেল বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে। অত্যাধুনিক মিসাইল ও সেনসর স্থাপনের মাধ্যমে জাহাজ দুইটির আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

•        চীন হতে সংগৃহীত ২টি লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট গত ২৯ আগস্ট বাংলাদেশ নৌ বহরে যুক্ত হয়েছে। খুলনা শিপইয়ার্ডে ২টি জাহাজের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩টি'র নির্মাণ কাজ চলছে।

•        নৌজাহাজের যুদ্ধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬টি জাহাজে আধুনিক সি-৭০৪ মিসাইল সংযোজন করা হয়েছে।

•        চীনের কাছ থেকে Govt to Govt প্রক্রিয়ায় ২টি ফ্রিগেট ক্রয় করা হয়েছে। চলতি বছরে এগুলো বাংলাদেশ নৌবহরে সংযুক্ত হবে।

•        চীনে নির্মাণাধীন দুইটি করভেট আগামী ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশ নৌ বহরে সংযোজিত হবে।

•        আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড থেকে একটি সেক্রেটারি ক্লাস জাহাজ জার্ভিসকে বাংলাদেশ নৌবহরে যুক্ত করার ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র কোস্ট গার্ড হতে আরও একটি কাটার সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছি।

•        ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ওয়েল ট্যাংকার গত মার্চ মাসে লঞ্চিং করা হয়েছে। এ বছরের শেষ নাগাদ জাহাজটি হস্তান্তর করা হবে।

•        বিশাল সমুদ্র এলাকায় তদারকির জন্য জার্মানির নির্মিত ২টি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট গত ২৯ আগস্ট বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজন করা হয়েছে।

•        এছাড়াও আমরা ২০০৯ সালে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেই ইতালির ০২টি হেলিকপ্টার নেভাল এভিয়েশানে সংযোজন করেছি।

•        আমাদের সরকারই ২০১০ সালে সর্বপ্রথম আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত হাইড্রোগ্রাফিক জাহাজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজন করে।

উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগকালীন সহায়তা প্রদান এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচল সক্ষম একটি অত্যাধুনিক ডেডিকেটেড জাহাজ সংযোজনের জন্য আমি নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছি।

সমুদ্রে বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান মৎস্য সম্পদ ছাড়াও তৈল-গ্যাসসহ বিভিন্ন মূল্যবান খনিজ পদার্থ আহরণের জন্য একটি ওশানোগ্রাফিক সার্ভে ভেসেল সংগ্রহ করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নৌ বাহিনীতে ২টি সাবমেরিন সংযোজনের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছি।

প্রিয় নৌ সদস্যবৃন্দ,

আমাদের সমুদ্র এলাকা বিশেষকরে বহিঃনোঙ্গর এবং উপকূলবর্তী এলাকায় চোরাচালানসহ বাণিজ্যিক জাহাজে ডাকাতি এবং চুরি বন্ধে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী এবং কোস্টগার্ড প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।

আপনাদের সার্বক্ষণিক নজরদারি, নিয়মিত টহলদান এবং বিশেষ করে SWADS এর মাধ্যমে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এই ধরণের অপতৎপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

আমরা নৌবাহিনীর নেভাল এভিয়েশানের জন্য পটুয়াখালী বিমানবন্দরটি জমি ও অবকাঠামোসহ নৌবাহিনীকে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বাংলাদেশ নৌ বাহিনীকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই আমাদের সরকার কর্তৃক সাংগঠনিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনা হয়েছে।

আমি মোট ১১টি জাহাজ/ঘাঁটি/দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন দিয়েছি এবং ১৬টি জাহাজ/ঘাঁটি/দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আমাদের সরকার বাংলাদেশ নৌ বাহিনীকে ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই দুটি হেলিকপ্টার ও দুটি এমপিএ সংযেজিত করেছে। চীন হতে দুটি সাবমেরিন ক্রয়ের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

আমরা নেভাল এয়ার আর্মস এর অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর সুবিধার্থে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বরিশাল এয়ারবেজ এবং তেজগাঁও, কুর্মিটোলা, মংলা, রাবনাবাদ, চিড়িংগায় ও পটুয়াখালি এলাকায় এয়ার স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম পূর্বেই গ্রহণ করেছি।

এছাড়াও সাবমেরিন অপারেশন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পেকুয়ায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছি।

আপনারা জাহাজে চাকুরিকালে উত্তাল সমুদ্রে প্রতিকূল পরিবেশে নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ পরিশ্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ সর্বস্তরের নৌসদস্যদের জন্য ‘সি এলাউন্স' প্রবর্তনের বিষয়টি আমাদের সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে।

নৌবাহিনীর পাশাপাশি সেনা ও বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনাও রয়েছে।

সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের সরকার সেনা সাজোঁয়া বহরের জন্য ৪র্থ প্রজন্ম ট্যাংক-এমবিটি-২০০০, গোলন্দাজ বহরের জন্য প্রথমবারের মত স্বচালিত কামানসহ বিভিন্ন ধরণের রাডার, পদাতিক বাহিনীর জন্য এপিসি ও অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জাম, আর্মি এভিয়েশনের জন্য আধুনিক হেলিকপ্টার ক্রয় করা হয়েছে।

গতমাসে সিলেটে ১৭ পদাতিক ডিভিশন এবং এর অধীনস্থ একটি পদাতিক ব্রিগেড সদর ও দু'টি পদাতিক ব্যাটালিয়নের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়েছে। পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে নিরাপত্তা ও তদারকির জন্য সেনাবাহিনীর ২টি পদাতিক ইউনিট ও ১টি ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড শুভ সূচনা করেছে।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য বর্তমান সরকার অনেক পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। তারই অংশ হিসেবে বিমান বাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে অত্যাধুনিক এফ-৭ বিজি-১, এফটি-৭ বিজি-১, এমআই-১৭১ এসএইচ হেলিকপ্টার, কোডিয়াক-১০০ ও আধুনিক পিএল-৫ ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয় করা হয়েছে।

প্রিয় নৌ সদস্যবৃন্দ,

জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হলে সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং আপনাদেরও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো যাবে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বৈরি পরিবেশ সত্বেও আমরা গত সাড়ে চার বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে রাখতে সক্ষম হয়েছি।

দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে কমে ২৬ শতাংশ হয়েছে। মাথা পিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৪৪ ডলার হয়েছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমরা সাউথ-সাউথ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

আমরা বিগত সাড়ে ৪ বছরে জাতীয় গ্রিডে অতিরক্তি প্রায় সাড়ে চার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ করেছি। ২০০৯ সালের মাত্র ৩২০০ মেগাওয়াটের স্থলে আজ ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

সারাদেশে অসংখ্যা ছোটবড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায়।

একটি আত্ম-মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বাঙালি জাতি যাতে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সে লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করছি।

প্রিয় নাবিকবৃন্দ,

যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের ন্যায়, বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানকে রক্ষা তথা গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করার জন্য অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির ন্যায় নৌবাহিনীকেও যে কোন হুমকি মোকাবেলায় সদা প্রস্ত্তত থাকতে হবে।

দেশ মাতৃকার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আপনাদের ঐক্যবদ্ধ থেকে নিজেদের সর্বদা প্রস্ত্তত রাখতে হবে। আমার বিশ্বাস, আপনারা নিজস্ব প্রজ্ঞা, পেশাগত দক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা দিয়ে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিজেদের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবেন।

সরকার প্রধান হিসেবে আমি আমার সাধ্য মোতাবেক এ যাবত যতটুকু দেওয়া সম্ভব তা দিয়েছি, আগামীতে আরও আধুনিক নৌবাহিনীর জন্য যা যা প্রয়োজন তা দিতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় আমি পুনঃব্যক্ত করছি।

নৌ বাহিনীর সদস্যদের মনোবল উচুস্তরে রাখার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা আপনাদেরই দায়িত্ব। সংগঠনের সকল সদস্যদের আস্থা অর্জনের পাশাপাশি তাঁদের স্বপ্ন ও আশা জাগ্রত রাখার দায়িত্বটিও আপনাদেরই।

উর্ধ্বতন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কর্তব্য পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি শৃংখলা বজায় রেখে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে আপনারা একনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনাদের নিজেদের মধ্যে ও কনিষ্ঠদের মাঝে পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধা বজায় রাখবেন।

আমি নৌবাহিনীর সকল সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোক।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।